গৌর (বন্য ষাঁড়)

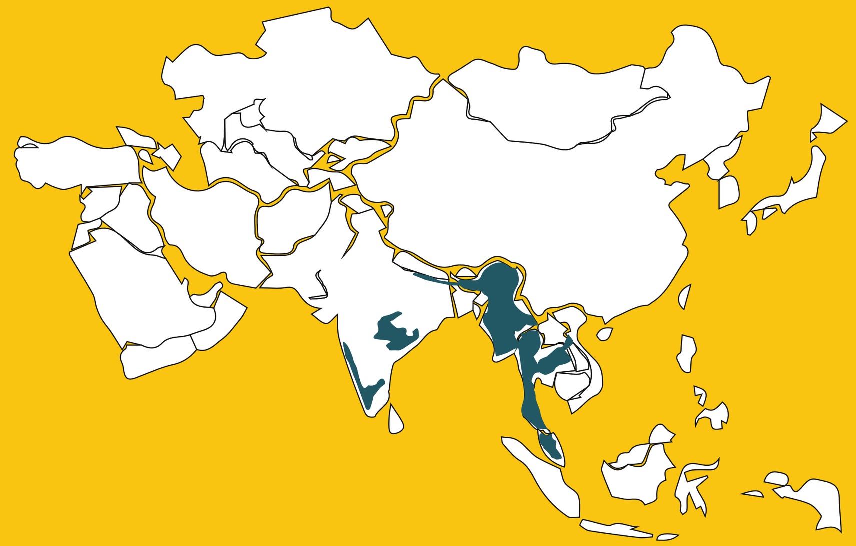

অবস্থান: বিপদসংকুল

বাসস্থান: জঙ্গলাবৃত পার্বত্য অঞ্চল ও তৃণভূমি

গড় সংখ্যা:

পৃথিবী জুড়ে:	প্রায় ৩০,০০০
ভারত:	প্রায় ২৮,০০০

- অস্তিত্ব বজায়কারী ষাঁড় প্রজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে **বৃহত্তম** ও সবচেয়ে ভারী
- লিঙ্গগতভাবে দ্বিরূপী, **পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিং বর্তমান**
- প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের চকচকে কালো লোম থাকে যার সাথে আলগা চামড়া গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলে থাকে
- প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীরা সরু সিং সহ, গাঢ় বাদামী রঙের হয়
- সকালে এবং সন্ধ্যায় বেশিরভাগ সক্রিয়; **মানব অধ্যুষিত এলাকায় নিশাচর**
- বিপদের সময় শিং দিয়ে **আক্রমণ করার জন্য মাথা এবং পিছনের দিক নিচু করে**
- শঙ্কিত হলে নাসিকা গর্জন বা 'হুসলিং স্নর্ট' নামে পরিচিত একটি আওয়াজ দেয়
- বিশাল আকার ছাড়াও **খুব লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির**
- **খুব কমই আক্রমণ করে** যদি না উত্তেজিত করা বা ঘনিষ্ঠভাবে নিকটে যাওয়া হয়

গড় আয়ু:

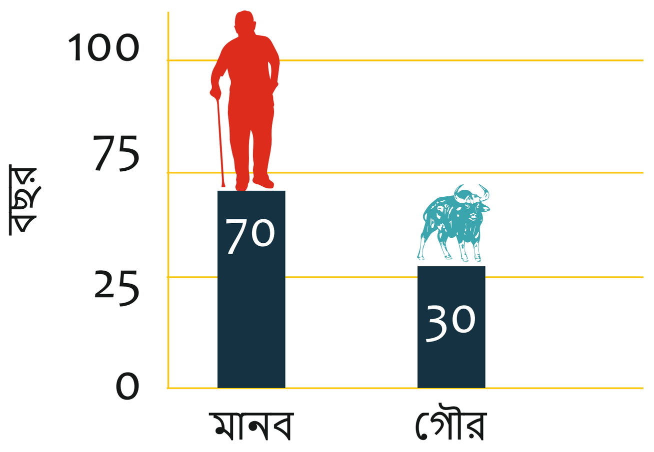

প্রজনন:

প্রজনন বছরব্যাপী হয়, তবে সাধারণত ডিসেম্বর এবং জুনের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায় হয়ে থাকে

প্রজননের সময়কালে ১.৬ কিলোমিটার দূর থেকে পুরুষের ডাক শোনা যায়

প্রজননের বয়স:

২-৩ বছর

গর্ভধারণকাল:

৯ মাস → একজন মহিলা প্রতি ১-১.৫ বছরে প্রজনন করে

এক সময়ে ১টি বাছুর

ওজন: ২৩ কেজি

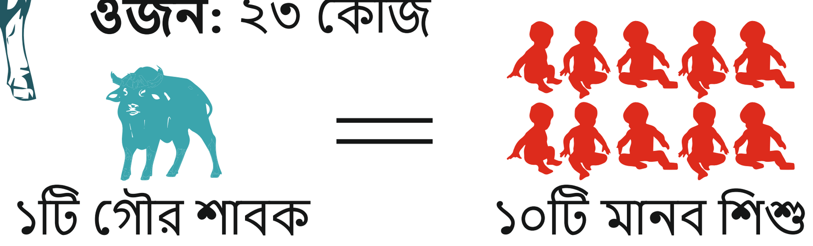

শ্রেণীর গঠন:

ঋতুভেদের ওপর বাসস্থান পরিবর্তিত হয়ে থাকে

৮-১১ স্ত্রীর সাথে একটি ষাঁড়

মিলনের সময়কাল:

অনেক পুরুষেরা দলে যোগ দেয়

মিলনের পরবর্তী সময়কাল:

পুরুষেরা দল থেকে বেরিয়ে যায়

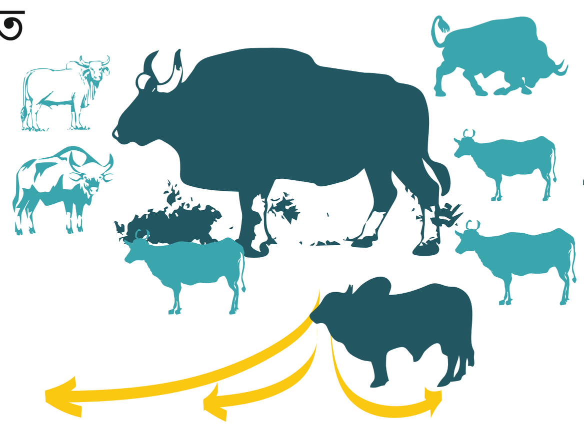

খাদ্যাভ্যাস:

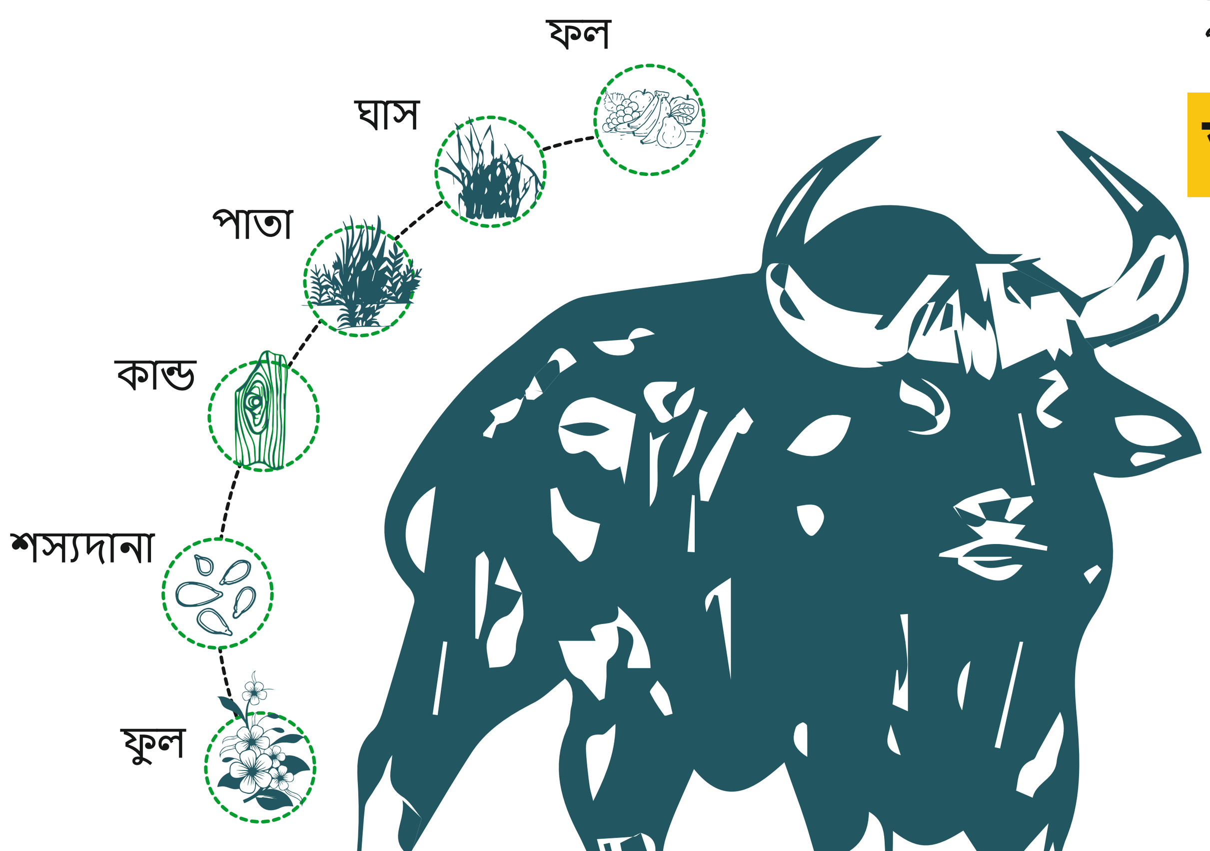

গড় ওজন: ১,০০০ কেজি
গড় উচ্চতা: ১.৯ মি

তুমি কি জানো?

- গৌর **উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ** এবং ভূমিরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে **বাস্তুতন্ত্রের** গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে
- গৌর শিকার করা হয়ে থাকে পশুর শৌখিন দ্রব্য, শিং, খেলাধুলা এবং কিছু কিছু জায়গায় মাংসের জন্য
- গৌররা গবাদি পশুর রোগ যেমন রাইন্ডারপেস্ট এবং পা ও মুখের রোগে আক্রান্ত হয়
- **বাসস্থানের ক্ষতি** হল এই প্রজাতির প্রাণীদের কাছে সবচেয়ে বড়ো একটা হুমকি
- গৌর-মানব দ্বন্দ্ব আগে গুরুতর সমস্যা ছিল না, তবে আবাসস্থল হ্রাসের কারণে এটি একটি সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে
- যেহেতু গৌররা লাজুক, তাই দ্বন্দ্ব **মূলত বনের গ্রামে ফসলের ক্ষতি** এবং বলপূর্বক অনধিকার প্রবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ
- **ক্ষতিপ্রাপ্ত আবাসস্থলের পুনরুজ্জীবন** গৌর-মানব দ্বন্দ্ব কমাতে পারে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি